



সংখ্যা ৫৪০

কেন্দ্রীয় মিডিয়া বিভাগ থেকে
প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

দাওলাতুল
ইসলামের সৈনিকগণ
আফগানিস্তানের নিকটে
পাকিস্তান সরকারের দুই
গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন

৪

পশ্চিম আফ্রিকায়
নাইজেরিয়া ও নাইজার
সেনা সমর্থিত ও
মিলিশিয়া সদস্য নিহত,
এবং ক্যামেরুনীয়
সেনাবাহিনীর ব্যারাকে
অগ্নিসংযোগ

৬

আল খাইরে খিলাফাহর
সৈনিকদের গুলিতে মুরতাদ
সিরিয়ান সরকারের এক
সদস্য নিহত

৬

সংখ্যা ৫৪০ | সতেরোতম বছর | বৃহস্পতিবার, ৭ শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি

৮ পৃষ্ঠা

সাহেলে খিলাফাহর সৈনিকদের হাতে নাইজার সেনাবাহিনীর ৯ সদস্য ও এক গুপ্তচর নিহত



নাবা
এক্সকুসিভ

এই সপ্তাহে উলায়াত সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ নাইজার বাহিনীর ৯ জনকে হত্যা করেন এবং আরও অনেককে আহত করেন। তাছাড়া তাদের একটি গাড়িও জ্বালিয়ে দেন। এসব ঘটেছে পশ্চিম নাইজারে একটি বিশেষ এ্যাম্বুশ হামলার মাধ্যমে। অনুরূপ, পূর্ব মালিতে একটি নিরাপত্তা অভিযানের মাধ্যমে এক গুপ্তচরকে বন্দীপূর্বক হত্যা করা হয়।

বিস্তারিত: আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ মঙ্গলবার (৫ শাওয়াল) তিলাবের অঞ্চলের "সানাম" শহরের নিকটবর্তী "ওয়ানি" গ্রামে মুরতাদ নাইজার সেনাবাহিনীর টহল দলকে লক্ষ্য করে একটি নিখুত এ্যাম্বুশ স্থাপন করেন। টহল দলটি এ্যাম্বুশের স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মুজাহিদগণ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এ্যাম্বুশের ফলে কমপক্ষে ৯জন সৈন্য নিহত ও অনেকে আহত হয়। এবং একটি ফোর হুইল ড্রাইভ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া মুজাহিদগণ সাতটি রাইফেল, একটি ভারী মেশিনগান, একটি মাঝারি মেশিনগান গণীমাহ লাভ করেন। অতপর নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসেন। এ্যাম্বুশে নিহত কয়েকের ছবি 'নাবা'র হস্তগত হয়েছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

বিগত সপ্তাহ ও মাসগুলোতে, নাইজার বাহিনী ও তাদের সকল সামরিক ইউনিট একের পর এক উচ্চমানের আকস্মিক এ্যাম্বুশের মুখে....

৪

সম্পাদকীয়

ওহীর অনুসরণ, অনুমান নয়

৩

শহীদের গল্প

আবু ইয়াহইয়া আল-মুহাজির

মুরজিয়ারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং
খারেজিরা তাকে হত্যা করেছে

৭

পূর্ব কঙ্গোতে মুজাহিদগণের নতুন হামলায়
১১ জন কঙ্গোলীয় সেনা ও মিলিশিয়া
সদস্য হতাহত

এই সপ্তাহে, উলায়াত মধ্য আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ পূর্বাঞ্চলীয় ইনোরি প্রদেশের "বান্দিগাইদো" শহরের কাছে দুটি ব্যারাকে নতুন এক হামলায় ৪ জন কঙ্গোলীয় সেনা ও মিলিশিয়া সদস্যকে হত্যা এবং আরও ৭ জনকে আহত করেছেন।

এই অঞ্চলটি সম্প্রতি রক্তক্ষয়ী হামলার শিকার হয়েছে, যাতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং হাজার হাজার খ্রিস্টান বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে, খিলাফাহর সৈনিকগণ ইতুরি

অঞ্চলের "মুশাশা" গ্রামে কঙ্গোলীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাক এবং নিকটবর্তী আরেকটি মিলিশিয়া ব্যারাকে হামলা চালান, যে অঞ্চলটি সম্প্রতি রক্তক্ষয়ী হামলার সাক্ষী হয়েছে।

এরপর বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে কঙ্গোর সেনাবাহিনীর অন্তত একজন সৈন্য ও ৩ জন মিলিশিয়া নিহত এবং আরও অন্তত সাতজন আহত...

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৫



এই পত্রিকাটি আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত এবং হাদিস সম্বলিত, অনুপযুক্ত স্থানে না রাখা বাঞ্ছনীয়

সামরিক প্রতিসংখ্যান

দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের হামলার ফলাফল
এক সপ্তাহে (১৪৪৭ হিজরীর ৩০ রমাদান থেকে ৬ শাওয়াল পর্যন্ত)

ক্রুসেডার ১১

কাফের ও মুরতাদ ২১

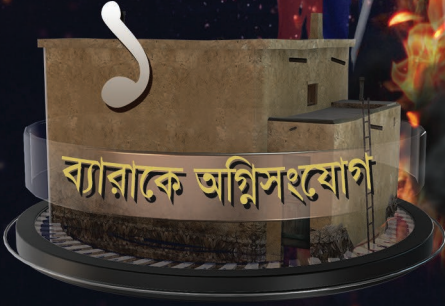


কমান্ডার

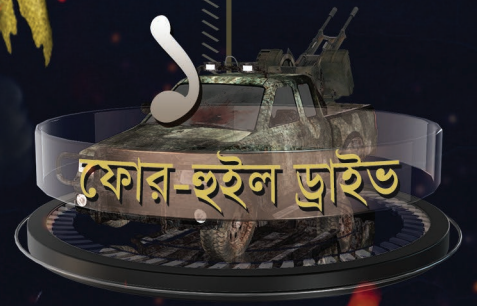


ধ্বংসপ্রাপ্ত
গাড়ি

হতাহত ৩২ জনেরও অধিক

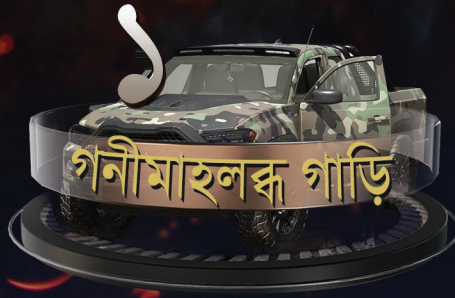


ব্যারাকে আগ্নেসংযোগ



ফোর-হুইল ড্রাইভ

১১
হামলা



গনীমাহলক গাড়ি

উলায়াত ভিত্তিক হতাহতের সংখ্যা

১৫	উলায়াত সাহেল	
১১	উলায়াত মধ্য আফ্রিকা	
৩	উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা	
২	উলায়াত খুরাসান	
১	উলায়াত শাম	

উলায়াত ভিত্তিক হামলার সংখ্যা

৫	উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা	
২	উলায়াত সাহেল	
২	উলায়াত মধ্য আফ্রিকা	
১	উলায়াত খুরাসান	
১	উলায়াত শাম	

উলায়াত শামে অঞ্চলভিত্তিক
হামলার সংখ্যা



আল-খাইর



নাবা ইনফোগ্রাফিক

শাওয়াল, ১৪৪৭ হিঃ



প্রত্যেক মুসলিমের কাছে এটা জরুরি নয় যে, সে একজন সামরিক বিশ্লেষক বা রাজনৈতিক গবেষক হয়ে উঠবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে খবরের চ্যানেলগুলো অনুসন্ধান করবে। আর সেইসব জাহেলি সংঘাত ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকে সত্য উদ্ধার করে নিজের শরয়ী অবস্থান নির্ধারণ করবে।

কোনোভাবেই উচিত নয় যে, একজন মুসলিম তার শরয়ী অবস্থানের সঠিকতাকে ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণের সঠিকতার উপর নির্ভরশীল করে ফেলবে। বিশ্লেষক ভুল করতে পারে, রাজনৈতিক হোঁচট খেতে পারে, কিন্তু একজন মুসলিম তার আত্মপরিচয়, এবং 'ওয়ালা-বারা'তে ভুল করতে পারে না। কারণ সে সকল বিশ্লেষণ, অনুমান, জল্পনা-কল্পনা ও রাজনৈতিক-সামরিক পরিবর্তনের বৃত্তের বাইরে। এগুলো এমন মৌলিক নীতি ও অকাটা সত্য, যা কখনো বদলায় না। আর এর উপরই নির্ভর করে শান্তি ও পুরস্কার।

শিরক চিরকাল শিরকই, রিদ্দাহ রিদ্দাহ-ই, বাতিল বাতিলই। কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণ বারাতা এবং মুসলিমদের সঙ্গে মুওয়ালাত—এটাই সেই ওয়ালা-বারা যা বিশ্বস্ত ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক দৃশ্যপটের বিশ্লেষণের সঠিকতার উপর নির্ভরশীল নয়। আর বর্তমান পরিস্থিতি যতই জটিল হোক, এর সুতোগুলো যতই পেঁচাতে থাকুক, দৃশ্যপটগুলো যত দ্রুতই বদলাক না কেন—মুসলিমদের আক্কা-মানহাজকে এসব পরিবর্তনশীল বিষয়ের উপর ঝুলিয়ে রাখা কোন ভাবেই ফিকহসম্মত নয়। কেননা আক্কাই মূল, বাকি সবকিছু তার অনুগামী ও শাখা—উল্টোটি নয়।

অবশ্যই আমরা স্বীকার করি যে, কাফিরদের চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকা জরুরি। কিন্তু বিশ্লেষণের মধ্যে ডুবে যাওয়া প্রত্যেক বান্দার সাধের মধ্যে নয়। এটা না তাদের সামর্থ্যে, আর না শরিয়তে তাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটাও কখনো যুক্তিসঙ্গত নয় যে, কোনো মুসলিম যদি কোনো যুদ্ধের ফলাফল বা কোনো সংঘাতের পরিণতি জানতে বা অনুমান করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে তার পায়ের অবস্থান কোথায় হবে, কোন পতাকার নিচে দাঁড়াবে—এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং তার যেকোনো ফলাফল কখনোই শরয়ী অবস্থানের সঠিকতার শর্ত হতে পারে না। শরয়ী অবস্থান মানে সকল বাতিল শিবিরের প্রতি কুফর ঘোষণা করা এবং সকল বাতিল শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তারা আরবি, হিব্রু, ইংরেজি কিংবা ফারসি যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন।

এর কারণ, বিশেষ করে আক্কা এবং শত্রু-মিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং অন্য সকল সাধারণ ক্ষেত্রেও সঠিক শরয়ী অবস্থানের উৎস হলো ওহী, খবরের বুলেটিন নয়। এর উৎস কিতাব ও সুন্নাহ, বিশ্লেষক ও অনুমানকারীদের মিডিয়া চ্যানেল নয়। বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দিন যত যায় ততই তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। কারণ তার ভিত্তি যুক্তিসঙ্গত প্রেক্ষাপট ও তথ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। গত পাঁচ বছরে এটা আরো স্পষ্ট হয়েছে, যখন “বড় বড় বিশ্লেষকরা” বিভ্রান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ ঘোষণা করেছে, অথচ জাহেলি অক্ষের অনুসারী অসার মস্তিষ্কের কিছু লোক মানুষের বোধবুদ্ধি নিয়ে জুয়া খেলে চলেছে এবং তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে বিভ্রান্তি ও দিকহারা সমুদ্রে।

তাই তাওহীদের দা'য়ীদের কর্তব্য হলো মানুষকে এই জাহেলি শিবির ও দলগুলোর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়ে দেওয়া। কারণ কোনো বিষয়ের বিচার তার সঠিক ধারণার উপর নির্ভর করে। অথচ অধিকাংশ মানুষের মনে এই দল ও দলাদলির যে ছবি আঁকা হয়েছে, তা ওহীর নুসুস যে ছবি আঁকেছে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ মানুষ তাদের দ্বীন গ্রহণ করেছে কথকদের গল্প থেকে, কিতাবের খবর থেকে নয়। এটা পুরনো রোগ, কিন্তু “রুয়াইবিদাহ”র যুগে ও সোশ্যাল মিডিয়ার আবর্জনায় তা ভয়ানকভাবে বেড়েছে।

এই উত্তাল যুগে মুসলিমের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই বিশুদ্ধ ধরনায় ফিরে যাওয়া, এবং সে মহান পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করা, যাকে আল্লাহ হেদায়াতের আলোকবর্তিকা ও মুক্তির পথ বানিয়েছেন। তা হলো নবুওয়্যতের মিনহাজ —যা ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, যার অবতরণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে নবুওয়্যতের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য তার পূর্ণ, বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। এ থেকে কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বিচ্যুত হয়, আর পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এর বাইরে যায়।

মুসলিমদের আমরা এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারা যেন ফিতনা ও মালাহিমের হাদিসগুলো আজকের ঘটনার উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে না যায়। বরং তাদের ব্যস্ততা হবে এই মালাহিমের প্রস্তুতি নিয়ে— আর তা হলো ঈমানকে মজবুত করা, তাওহীদের পূর্ণ হক আদায় করা এবং নিয়তকে একমাত্র স্রষ্টার জন্য খাঁটি করা। তাদের ব্যস্ততা হবে নিজেদের গতিপথ সংশোধন করার কাজে, সঠিক অবস্থান নির্বাচনের পিছনে। তারা ঠিক করে নিক, আগামীতে যখন এই অনিবার্য মালাহিম আসবে, তখন তারা কোথায় দাঁড়াবে—মুসলিমদের শিবিরে নাকি কাফির ও মুনাফিকদের শিবিরে? তাওহীদের শিবিরে, না শিরক ও কুফরের

ওহীর অনুসরণ, অনুমান নয়

শিবিরে? এটাই একজন মুসলিমের প্রধান চিন্তা, এটাকে ঘিরেই তার সকল ব্যস্ততা। ব্যক্তির এই অবস্থান ও নির্বাচন ঠিক যেন কবরের দুই ফেরেশতার প্রশ্নের মতো— এটি কোনো মুখস্থ উত্তর বা রচিত কোনো পাঠ নয়। বরং এটি সঠিক তাওহীদ, খাঁটি ঈমান এবং সুস্পষ্ট কিতাবের নূরের অনুসরণের ফল। “এ দ্বারা তিনি ঐ সকল লোকদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাদেরকে নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।” [সূরা মায়দা: ১৬], অর্থাৎ নাজাত ও নিরাপত্তার পথে এবং ইস্তিকামাতের ওপর চলার তাওফীক দেন। আর এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ওয়ালা এবং তাওহীদ ও মুশরিকদের প্রতি বারাতার ফল। আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

“আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। আর যারা কুফর করে, তাদের অভিভাবক তাওহীদ—যারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।” ইবনে কাসীর বলেন: “তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে কুফর, সন্দেহ ও দ্বিধার অন্ধকার থেকে স্পষ্ট, উজ্জ্বল সত্যের আলোতে বের করে আনেন।” বিপরীতে আল্লাহ বলেন:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“যে ব্যক্তি তার কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথের বাইরে অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে তার নির্বাচিত পথের উপর ছেড়ে দেই এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করি। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।” অর্থাৎ আমি তাকে তার নিজের পছন্দের উপর ছেড়ে দেই এবং তাকে কল্যাণের তাওফীক থেকে বঞ্চিত করি।

সুতরাং যে রাফেজীদের সঙ্গে জোট বাঁধে, আমি তাকে তার জোটের উপর ছেড়ে দেই। যে ইহুদীদের সঙ্গে জোট বাঁধে, তাকেও। যে ক্রুসেডারদের সঙ্গে জোট বাঁধে, তাকেও। কর্ম যেমন, প্রতিফলও তেমন।

এসবের ভিত্তিতে আমরা মুসলিমদের উদ্বীণ করি, উৎসাহিত করি এবং স্মরণ করিয়ে দিই যে, ওয়ালা-বারা এর কম্পাসকে সঠিকভাবে স্থির করা এবং তার পালকে মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি। এটিই একমাত্র গ্যারান্টি যা এই জাহেলি ঝড়-তুফানের মাঝে তাদেরকে ঈমানের তীরে পৌঁছে দেবে। যার ওয়ালা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর দলের জন্য খাঁটি হবে, সে সর্বাবস্থায় বিজয়ী ও নিরাপদ থাকবে। আর যার ওয়ালা জাতীয়তাবাদী পতাকার প্রতি, যার দৃষ্টি জাতীয়তার কিবলার দিকে এবং জাহেলি অক্ষের দিকে—সে যেন ধ্বংস, নিমজ্জন ও বিভ্রান্তির সুসংবাদ গ্রহণ করে।

وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

“যে ইহলোকে অন্ধ, সে আখিরাতেও অন্ধ এবং আরও বিপথগামী।”

আর সর্বসাধারণ মুসলিমদের প্রতি আমাদের ওসিয়ত: আল্লাহর মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরুন। এটিই একমাত্র রজ্জু যা বিপদের ঝড় ও ফিতনার ঘূর্ণিঝড়ে কখনো ছিন্ন হয় না। যে এটিকে আঁকড়ে ধরবে, সে রক্ষা পাবে। যে এটিকে ছেড়ে দেবে, সে পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির গভীর খাদে পতিত হবে। আরো ওসিয়ত করি, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি হেদায়াতের জন্য আপনাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেন। কারণ হেদায়াত তাঁরই বিশেষ অনুগ্রহ ও তাওফীক। আর তা জিহাদের পরিবেশে অধিক নিকটে, আর নিষ্ক্রিয়তার পরিবেশ থেকে অনেক দূরে।

পরিশেষে, আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে, তার কোনটিই আল্লাহর দৃষ্টি ও শবণের বাইরে নয়, তিনিই السميع البصير—সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। কোনটিই তাঁর পরিকল্পনা ও জ্ঞানের বাইরে নয়, তিনিই اللطيف الخبير—সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। কোন কিছুই তাঁর ন্যায়বিচার ও রহমতের বাইরে নয়। বরং যা কিছু ঘটছে, তা তাঁরই পরিকল্পনা, তাঁরই কৌশল। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বন্ধুদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিচ্ছেন আর শত্রুদেরকে পাকড়াও এর ব্যবস্থা করছেন। সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান ও বিচক্ষণ, যে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সঠিক অবস্থান বেছে নেয়। কাজেই হে মানুষ! তোমরা ওহীর পথ বেছে নাও—অনুমান ও ভ্রান্তির পথ নয়।

সাহেলে খিলাফাহর সৈনিকদের হাতে নাইজার সেনাবাহিনীর ৯ সদস্য ও এক গুপ্তচর নিহত



তিলাবেরি অঞ্চলে একটি এ্যাম্বুশ হামলায়
৯ জন নিহত ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

বিস্তারিত: আল্লাহ তা'য়ালার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ মঙ্গলবার (৫ শাওয়াল) তিলাবেরি অঞ্চলের "সানাম" শহরের নিকটবর্তী "ওয়ানি" গ্রামে মুরতাদ নাইজার সেনাবাহিনীর টহল দলকে লক্ষ্য করে একটি নিখুঁত এ্যাম্বুশ স্থাপন করেন। টহল দলটি এ্যাম্বুশের স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মুজাহিদগণ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এ্যাম্বুশের ফলে কমপক্ষে ৯জন সৈন্য নিহত ও অনেকে আহত হয়। এবং একটি ফোর হুইল ড্রাইভ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া মুজাহিদগণ সাতটি রাইফেল, একটি ভারী মেশিনগান, একটি মাঝারি মেশিনগান গণীমাহ লাভ করেন। অতপর নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসেন। এ্যাম্বুশে নিহত কয়েকের ছবি 'নাবা'র হস্তগত হয়েছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

নাবা উলায়াত সাহেল

এই সপ্তাহে উলায়াত সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ নাইজার বাহিনীর ৯ জনকে হত্যা করেন এবং আরও অনেকে আহত করেন। তাছাড়া তাদের একটি গাড়িও জ্বালিয়ে দেন। এসব ঘটেছে পশ্চিম নাইজারে একটি বিশেষ এ্যাম্বুশ হামলার মাধ্যমে। অনুরূপ, পূর্ব মালিতে একটি নিরাপত্তা অভিযানের মাধ্যমে এক গুপ্তচরকে বন্দীপূর্বক হত্যা করা হয়।

নিরাপত্তা সেক্টরে, মঙ্গলবার (২৮ রমাদান) খিলাফাহর সৈনিকগণ মেনাকা অঞ্চলের "আদ্রাশ্বোকার" গ্রামে মুরতাদ নাইজার সরকারের এক গুপ্তচরকে জবাই করে হত্যা করেছেন, যাকে ইতোপূর্বে বন্দী করা হয়েছিল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এই গ্রামটি নাইজারের সাথে একটি সীমান্ত টোঁকি ব্যবহার হয়ে আসছে, এবং মুরতাদ নাইজেরীয় সরকার এই অঞ্চলে মুজাহিদদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য সেখানে গুপ্তচর ও তথ্যদাতাদের মোতায়েন করে আসছে।

ঈদুল ফিতরের নিদর্শন (শাঈরা) জীবিতকরণ

ঈমানে ভরপুর এক পরিবেশে উলায়াত সাহেলের মুজাহিদগণ সীমান্ত টোঁকিগুলোতে সহ বিভিন্ন স্থানে ঈদুল ফিতরের নিদর্শনকে পুনরুজ্জীবিত

করেছেন। মিডিয়া অফিস থেকে প্রকাশিত ফটো রিপোর্টে দেখা যায়, মুজাহিদিনরা ঈদের সালাত আদায়ের জন্য সমবেত হচ্ছেন এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর একে অপরকে শুভেচ্ছা ও আলিঙ্গন করছেন।

গত সপ্তাহে

উলায়াত সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণ গত সপ্তাহে ৭ জন নাইজার সেনাকে হত্যা করেছেন ও অনেকে আহত করেছেন এবং ৬টি ফোর-হুইল ড্রাইভ পুড়িয়ে দিয়েছেন। এসব ঘটেছে পশ্চিম নাইজারের "তাওয়া" ও "দোসো" অঞ্চলে দুটি এ্যাম্বুশ হামলার মাধ্যমে। একই সময়ে, তারা "তাওয়া"তে অবস্থিত নাইজার বাহিনীর বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে এর অধিকাংশ যানবাহন ও সরঞ্জাম অচল এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।



উলায়াত সাহেলে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের দৃশ্য

দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ আফগানিস্তানের নিকটে পাকিস্তান সরকারের দুই গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন



দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "ওয়ানা" সড়কে আহত হয়ে মারা গেছে পাকিস্তান সরকারের এক গুপ্তচর

নাবা উলায়াত খোরাসান

এই সপ্তাহে, উলায়াত খোরাসানে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ আফগান সীমান্তের নিকটবর্তী দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের একটি সড়কে মুরতাদ পাকিস্তান সরকারের দুই গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন।

দ্বিতীয়জন নিহত হয় গুরুতর আহত হয়ে

বিস্তারিত: আল্লাহর তাওফীকে সোমবার (৪ শাওয়াল) খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ পাকিস্তান সরকারের দুই গুপ্তচরকে লক্ষ্য করে বন্দুক দিয়ে হামলা চালান। যারা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "ওয়ানা" সড়কে একসাথে হেঁটে

যাচ্ছিলো। ফলে তাদের একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, অপরজন গুরুতরভাবে আহত হয় এবং পরে সেই আঘাতের কারণে মারা যায়, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

গুপ্তচর নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতে

এই প্রসঙ্গে, একটি নিরাপত্তা সূত্র "নাবা"কে জানিয়েছে যে, এই দুই গুপ্তচর একটানা প্রায় সাত বছর ধরে একটি পাকিস্তানি গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে সক্রিয় ছিলো।

সূত্রটি আরও জানায় যে, মুরতাদ পাকিস্তান সরকার এই অঞ্চলে একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্ক পরিচালনার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেছে।

তারা সরকারের নির্দেশে কাজ করতো এবং তাদের কাছ থেকে নির্দেশনা পেত। যার মূল

কাজ হলো খিলাফাহর সৈনিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং সে বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়া।

গুপ্তচরদের প্রতি বার্তা

সূত্রটি প্রকাশ করেছে যে, মুজাহিদগণ এই দুই গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল, কিন্তু নিরাপত্তা পরিস্থিতি তাতে বাধা দেয়। তাই, তাদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাওফীক দান করেছেন।

সূত্রটি 'নাবা'র মাধ্যমে পাকিস্তান বা আফগান মুরতাদ সরকারের অধীনে কর্মরত সকল গুপ্তচরদের প্রতি একটি বার্তা দিয়েছে যে, তারা যেন গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই আল্লাহ তায়া'লার কাছে তওবা করে। কারণ তাদের পরিণতি তাদের পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন হবে না, তাতে দীর্ঘ সময় লাগুক বা স্বল্প সময়।

পূর্ব কঙ্গোতে মুজাহিদগণের নতুন হামলায় ১১ জন কঙ্গোলীয় সেনা ও মিলিশিয়া সদস্য হতাহত

নাবা উলয়াত মধ্য আফ্রিকা

এই সপ্তাহে, উলয়াত মধ্য আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ পূর্বাঞ্চলীয় ইনোরি প্রদেশের "বান্দিগাইদো" শহরের কাছে দুটি ব্যারাকে নতুন এক হামলায় ৪ জন কঙ্গোলীয় সেনা ও মিলিশিয়া সদস্যকে হত্যা এবং আরও ৭ জনকে আহত করেছেন। এই অঞ্চলটি সম্প্রতি রক্তক্ষয়ী হামলার শিকার হয়েছে, যাতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং হাজার হাজার খ্রিস্টান বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

৪ জন নিহত ও ৭ জন আহত

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে, খিলাফাহর সৈনিকগণ ইতুরি অঞ্চলের "মুশাশা" গ্রামে কঙ্গোলীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাক এবং নিকটবর্তী আরেকটি মিলিশিয়া ব্যারাকে হামলা চালান, যে অঞ্চলটি সম্প্রতি রক্তক্ষয়ী হামলার সাক্ষী হয়েছে।

এরপর বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে কঙ্গোর সেনাবাহিনীর

অন্তত একজন সৈন্য ও ৩ জন মিলিশিয়া নিহত এবং আরও অন্তত সাতজন আহত হয়েছে। তাদের একটি রাইফেল গনীমাহলক হয়েছে এবং মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে এসেছেন, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

কয়েক ডজন নিহত এবং হাজার হাজার খ্রিস্টান বাস্তুচ্যুত

"বান্দিগাইদো" শহরের আশেপাশে সেনা ব্যারাক এবং খ্রিস্টান বসতি লক্ষ্য করে সাম্প্রতিক হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে এবং

হাজার হাজার হারবি খ্রিস্টান তাদের গ্রাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এই ঘটনা তাদের নিজেদের মধ্যে কঙ্গোর বাহিনীর নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ বিতর্কে পুনরায় উস্কে দিয়েছে। উল্লেখ্য এটি তাদের ইসলামী শাসন এবং এর তিনটি ন্যায়সঙ্গত বিকল্প মেনে নিতে অস্বীকার করার ফল।

মুজাহিদগণ ও শিশুদের ঈদুল ফিতর উদযাপন

এদিকে, উলয়াত মধ্য আফ্রিকায় দাওলাতুল

ইসলাম এর মুজাহিদগণ উলয়াতটির বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকায় ঈদুল ফিতরের সালাত উদযাপন করেছেন, যেখানে নবী (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণে শিশুদেরও ব্যাপক উপস্থিতি ছিলো। উলয়াতের মিডিয়া অফিস এই বরকতময় ঈমানি পরিবেশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একটি ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

গত সপ্তাহে

উলয়াত মধ্য আফ্রিকার খিলাফাহর সৈনিকগণ রমাদানের শেষ দশকে ইতুরি অঞ্চলে ধারাবাহিক হামলা চালিয়েছিলেন। যার ফলে ১৭ জন কঙ্গোলীয় সৈন্য নিহত হয় এবং তিনটি ব্যারাক ও তাদের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হামলায় ৩৫ জন হারবি খ্রিস্টান নিহত হন, আরও ১০০ জনকে বন্দী করা হয় এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি ও প্রায় ১০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হামলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো- একটি চীনা মালিকানাধীন খনির পাহারায় নিয়জিত ব্যারাকে হামলা হয়েছে, এবং খনির যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিসহ ব্যারাকটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।



উলয়াত মধ্য আফ্রিকায় ঈদুল ফিতরের সালাতের একটি দৃশ্য

মূল্যবান উদ্ধৃতি

শাইখ আল-মুজাহিদ আবু হুযাইফাহ
আল-আনসারী -এর বক্তব্য থেকে সংগৃহীত
-হাফিজাহুল্লাহ-

আক্রমণ ও বয়ানের দূরদর্শিতা

আর আমরা জিহাদের ময়দানে ইলমের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মুজাহিদদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ইলম ও জিহাদের মাঝে রয়েছে গভীর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন। যখন ইলম-আমল একত্রিত হয়, কল্যাণের সকল দরজা ও তাওফীকের সকল অধ্যায় খুলে যায়। আর যখন তাদের দূরত্ব বাড়ে, তাওফীকেরও দূরত্ব বাড়তে থাকে সেই অনুপাতে, জিহাদে হারিয়ে যায় দূরদর্শিতা। যে আলিমরা নিজেরা আমল করেন, তারাই জিহাদের নিরাপত্তা প্রহরী। তারা জিহাদকে পরিচালিত করেন সত্যিকারের গন্তব্যের দিকে, এবং পৌঁছে দেন তার আসল মাকসাদে। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন: “ফুরুসিয়াত (দূরদর্শিতা) এর ক্ষেত্র দুইটি। (এক) ইলম ও বক্তব্য (দুই) তীরন্দাজি ও আক্রমণে। যেহেতু নবী ﷺ-এর সাহাবীরা এ দুই প্রকার ফুরুসিয়াতেই সর্বোত্তম ছিলেন, তাই তারা হজ্জত ও প্রমাণ দিয়ে হৃদয় জয় করেছেন আর তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে নগরী জয় করেছেন। মানুষ তো সাধারণত এই দুই দলেই বিভক্ত। এবং শহীদদের রক্ত ছাড়া আর কিছুই উলামাদের কালির সমকক্ষ নয়।”

পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজেরিয়া ও নাইজার সেনা সমর্থিত ৩ মিলিশিয়া সদস্য নিহত, এবং ক্যামেরুনীয় সেনাবাহিনীর ব্যারাকে অগ্নিসংযোগ



নাবা
এক্সক্লুসিভ

"মারুয়া" অঞ্চলে ক্যামেরুনীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাকে হামলার পর মুজাহিদগণের গণীমাহ

নাবা উলিয়াত পশ্চিম আফ্রিকা

এই সপ্তাহে, উলিয়াত পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ নাইজেরিয়া, নাইজার এবং ক্যামেরুনে পৃথক অভিযানে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অনুগত মিলিশিয়াদের এক কমান্ডার ও এক সদস্যকে এবং নাইজার সেনাবাহিনীর হয়ে কাজ করা এক গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন। এছাড়া ক্যামেরুনীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাক পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং একটি গাড়ি গণীমাহ লাভ করেছেন।

ব্যারাক থেকে সেনাবাহিনীর পলায়ন

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে, বুধবার (২৯ রমাদান) খিলাফাহর সৈনিকগণ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে মারুয়া অঞ্চলের দাবাঙ্গা শহরে কাফের ক্যামেরুনীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাকে হামলা চালান। অতঃপর সৈন্যরা তাদের অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। মুজাহিদগণ ব্যারাকে হামলা চালিয়ে ভেতরের সবকিছু গণীমাহ লাভ করার পর ব্যারাকটি পুড়িয়ে দেয়, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

একটি ফোর-হুইল ড্রাইভ যান গণীমাহলব্ব

এ হামলায় মুজাহিদগণ ৯টি বিভিন্ন মেশিনগান, ২টি পিস্তল, বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, বিভিন্ন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, সেইসাথে একটি ফোর-হুইল ড্রাইভ যান এবং তিনটি মোটরসাইকেল গণীমাহ লাভ করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক্সক্লুসিভ

একটি সূত্র "নাবা"কে জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ নিকটবর্তী ক্যামেরুনীয় সেনা শিবিরের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, এরপর নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নাইজার ও নাইজেরিয়ান সেনার অনুগত ৩ সদস্য নিহত

নিরাপত্তা ফ্রন্টে, বুধবার সন্ধ্যায় (৬ শাওয়াল) নাইজেরিয়া ও নাইজার সরকারের প্রতি অনুগত

৩ জন মিলিশিয়া ও গুপ্তচরকে হত্যা করা হয়। এর আগে বিভিন্ন পৃথক নিরাপত্তা অভিযানে তাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছিলো।

খিলাফাহ সৈনিকগণ "ইয়োবি" অঞ্চলের "দাদিসিল" গ্রামে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অনুগত মিলিশিয়াদের এক নেতাকে মেশিনগান দিয়ে হত্যা করেছেন। আবার বোরনো অঞ্চলের "গারিন মালেম" গ্রামেও মিলিশিয়াদের এক সদস্যকে হত্যা করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এদিকে, তারা দিফা অঞ্চলের "চিতমারি" শহরে একই পদ্ধতিতে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর হয়ে কাজ করা এক গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ঈদুল ফিতরের শা'ঈরা (নিদর্শন) পুনরুজ্জীবন

ঈমানি দিক থেকে, উলিয়াত পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ বিভিন্ন এলাকা ও ফ্রন্ট

লাইনে ঈদুল ফিতরের সালাতের শা'ঈরা পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এবং মিডিয়া অফিস একটি ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যেখানে দেখা যায়, মুজাহিদগণ ঈদের সালাত আদায়ের জন্য সমবেত হচ্ছেন এবং এরপর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে উপস্থিতদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হচ্ছে।

গত সপ্তাহে

গত সপ্তাহে, উলিয়াত পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ রমাদানের শেষ দশকের রাতে 'রমাদানের ক্যাম্প ধ্বংসের অভিযান' এর অংশ হিসেবে একযোগে একাধিক হামলা চালান, যার ফলে ৭জন নাইজেরিয়ান সেনা ও মিলিশিয়া সদস্য এবং তাদের ৪ জন গুপ্তচর নিহত হয় এবং ৫ টি ক্যাম্প ও ফাঁড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া ৮টি যানবাহন পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং একটি যানবাহন গণীমাহলব্ব হয়। এই হামলাগুলো সংঘটিত হয় উত্তর নাইজেরিয়ার বোরনো এবং ইয়োবি অঞ্চলে।



নাবা
এক্সক্লুসিভ

উলিয়াত পশ্চিম আফ্রিকায় ঈদুল ফিতরের সালাতের একটি দৃশ্য

আল-খাইরে খিলাফাহর সৈনিকদের গুলিতে মুরতাদ সিরিয়ান সরকারের এক সদস্য নিহত



নাবা
এক্সক্লুসিভ

"আল-ক্বাওরিয়া" শহরে সিরিয়ান সেনাকে হত্যা করে তার পিস্তল গণীমাহলব্ব

নাবা উলিয়াত শাম - আল-খাইর

এই সপ্তাহে উলিয়াত শামে খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ সিরিয়ান সরকারের এক সদস্যকে আল খাইরের গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ করে হত্যা করেন।

হত্যা ও বন্দুক গণীমাহলব্ব

বিস্তারিত: আল্লাহ তায়া'লার তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ মঙ্গলবার (৫ শাওয়াল) মুরতাদ

সিরিয়ান সরকারের এক সদস্যকে আল ক্বাওরিয়া অঞ্চলে মেশিনগান দিয়ে হামলা করেন। ফলে সে নিহত হয় ও তার বন্দুক গণীমাহলব্ব হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিজেদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসেন, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

গত সপ্তাহে

গত সপ্তাহে উলিয়াত শামে খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ সিরিয়ান সরকারের এক সদস্যকে আল খাইরের গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ করে আহত করেছেন।

আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করা এক বিশাল নেয়ামত বা রিযিক। পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া বিশেষ ব্যক্তিদের এই মর্যাদা দান করেন। যারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করে এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই (জিহাদ) থেকে পেছনে থাকা ব্যক্তিদের জন্য যে শান্তির কথা বলা হয়েছে, তা থেকে বেঁচে থাকতে চায়—আল্লাহ তাদেরই এই সৌভাগ্য দেন।

এই শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে বড় ধরনের সফলতা, তাঁর নৈকট্য এবং সম্মানজনক স্থান দান করেন। দুনিয়া, কবর (বারযাখ) এবং আখিরাতের সব ধরনের ফেতনা বা বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এই শাহাদাতই তাঁদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁদেরকে নিজের ক্রোধ ও আযাব থেকে মুক্তি দেন, তাঁদের ওপর নিজের সন্তুষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে দেওয়া সমস্ত পুরস্কার ও প্রতিশ্রুতি তাঁদের পূর্ণ করে দেন। হযরত মিকদাম ইবনে মাদি কারিব (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন—

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خَصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْقَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيَرْوَجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْرَبِهِ

আল্লাহর কাছে একজন শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে:

১. তাঁর রক্তে প্রথম ফোঁটা মাটি স্পর্শ করার আগেই তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং জামাতে তাঁর সম্মানজনক স্থানটি তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হয়।
২. তাঁকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
৩. কিয়ামতের দিনের সেই মহাভীতি (ভয়াবহ পরিস্থিতি) থেকে তিনি নিরাপদ থাকবেন।
৪. তাঁর মাথায় 'তাজে ওয়াকার' বা সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে। সেই মুকুটের একটি ইয়াকুত পাথরও দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি দামী।
৫. তাঁকে জামাতের বাহাদুরজন হুর (সঙ্গিনী) প্রদান করা হবে।
৬. তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে থেকে সত্তরজন ব্যক্তির জন্য তাঁর সুপারিশ করুল করা হবে।

আমরা মনে করি, আমাদের আজকের গল্পের নায়ক ভাই আবু ইয়াহইয়া আল-নাইজারি সেই সব মানুষদের একজন, যাদের মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ দেখেছেন এবং যাদের ইসলামের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কবুল করেছেন। আল্লাহ তাকে ইসলামের ভূমিতে হিজরত করার এবং যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাওফিক দিয়েছেন। তিনি আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে এসেছেন; ঘৃণা ভরে তাগ করেছেন লাঞ্ছনা, অপমান আর পরাজয়ের জীবনকে। ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ এবং নফসের গোলামি করার হাতছানি তিনি তুচ্ছজ্ঞান করেছেন—এমন এক পৃথিবীতে যা প্রলোভন আর অহেতুক মত্ততার উপাদানে ঠাসা। আর প্রকৃত সৌভাগ্যবান তো সেই, যাকে আল্লাহ এসব থেকে রক্ষা করেছেন।

শৈশব থেকেই দাওয়াতি কাজে হাতেখড়ি

মুজাহিদ ভাই আবু ইয়াহইয়া আল-নাইজারি নাইজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় 'দুসা' এলাকার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। পরবর্তীতে তিনি দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজধানী নিয়ামিতে পাড়ি জমান এবং সেখানে আল্লাহর রহমতে অনেক ইলম অর্জন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে সত্য-মিথ্যা বোঝার তৌফিক দিয়েছিলেন, যার ফলে তিনি খুব অল্প বয়সেই আন্ত দল ও গোষ্ঠীগুলোর পথ তাগ করতে পেরেছিলেন। তাদের ভণ্ডামি এবং সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার বিষয়টি তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন। এরপর তিনি সেই সব সত্যপন্থী দাঁড়দের পথে পা বাড়ান যারা ইব্রাহিম (আ.)-এর আদর্শের কথা সাহসের সাথে প্রচার করেন। তিনি প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তার ভাইদের সাথে মিলে তাওহীদের দাওয়াহর কাজে অংশ নেন।

যখন খিলাফার ঘোষণা এলো (আল্লাহ তাআলা সমুদ্রত রাখুন) এবং পশ্চিম আফ্রিকায় বিস্তৃতি লাভ করল তখন আবু ইয়াহইয়া অকাটা যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে এর প্রতিরক্ষা করতেন। তিনি ওই এলাকার বিভিন্ন



মসজিদে আন্ত দলগুলোর সদস্যদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতেন এবং তাদের বিভ্রান্তিকর যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করতেন। পাশাপাশি, তিনি মানুষকে এই কল্যাণময় কাফেলায় যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন।

আবু ইয়াহইয়ার এই দাওয়াতি তৎপরতার কারণে কিছু 'মুরজিয়া' উপদল তাঁর এবং তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে নাইজারের মুরতাদ সরকারের কাছে অভিযোগ করে। ফলে নাইজার সরকার এই একত্ববাদী মুমিনদের ওপর দমন-পীড়ন চালানোর এবং তাঁদের পথ রুদ্ধ করার জন্য এক বিশেষ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আল্লাহ তাদের সেই অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেন এবং তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়। কারণ, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য হিজরত ও যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পথ খুলে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা কথা ও কাজে তাওহীদের পূর্ণ অনুসরণ করতে পারেন। এরপর তাঁরা পশ্চিম আফ্রিকায় -দাওলাতুল ইসলাম-এর কাফেলায় যোগ দেন এবং নবুয়তের আদলে দাওয়াত ও জিহাদের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেন।

জিহাদের ময়দানে যাত্রা

ভাই আবু ইয়াহইয়া—আল্লাহ তাকে কবুল করুন—তার একদল মুজাহিদ ও মুহাজির ভাইদের সাথে নিয়ে সম্মানের পথ ও জিহাদের ময়দানের দিকে বেরিয়ে পড়েন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করা। আল্লাহর পথে জিহাদের এই মহান ইবাদত পালন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং শাহাদাতের ভালোবাসা তাদের বুকভরা উৎসাহ দিচ্ছিল। পথে যত বিপদ-আপদ কিংবা শত্রুদের কড়া নজরদারি ও ধাওয়া করার ভয় ছিল, তার কোনো কিছুকেই তারা পরোয়া করেননি। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তার এবং তার সঙ্গীদের জন্য দাওলাতুল ইসলাম-এর ভূখণ্ডে পৌঁছানো সহজ করে দেন।

উল্লিয়াত পশ্চিম আফ্রিকায় পৌঁছে সেখানে ভাইদের সাথে স্থির হওয়ার পর, তিনি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগ দেন। সেখানে প্রত্যেক নবাগত সদস্যকে যে ধরনের প্রশিক্ষণ ও কোর্সের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তিনিও সেই সব নিয়মকানুন ও প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে কোর্স শেষ করার পর, তাঁকে 'দিওয়ানুল আমন' (নিরাপত্তা বিভাগ)-এ কাজ করার জন্য মনোনীত করা হয়, যা মুজাহিদ এবং সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আবু ইয়াহইয়া আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে তাঁর ভাইদের সেবায় বিলিয়ে দেন; তিনি তাঁদের নসিহত করতেন, সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেন এবং দ্বীনি শিক্ষা দিতেন। এভাবে তিনি টানা প্রায় চার বছর জিহাদ এবং শিক্ষকতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি জ্ঞান অর্জন এবং তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কোনো রকম অলসতা বা কাপণ্য করেননি।

চরিত্র ও ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা

ভাই আবু ইয়াহইয়া—আল্লাহ তাকে কবুল করুন—ছিলেন অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সহজ-সরল স্বভাবের এবং সত্যবাদী। তিনি প্রচুর নফল রোজা রাখতেন এবং রাতের ইবাদাতে (তাহাজ্জুদ) মগ্ন থাকতেন। কাফের ও মুরতাদদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু মুসলিম ভাইদের প্রতি ছিলেন দয়ালব ও কোমল হৃদয়ের। তিনি সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন এবং সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।

তবে তাঁর এই নরম স্বভাব তাঁকে সং কাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ করা থেকে বিরত রাখত না; বরং তিনি কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলতেন।

আবু ইয়াহইয়া তাঁর ভাইদের সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে প্রায়ই এই হাদিসটি তিলাওয়াত করতে শোনা যেত: (আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে)। অনেক সময় দেখা যেত, তিনি নিজের ব্যক্তিগত কাজ ফেলে রেখে ভাইদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর ধৈর্য, গাম্ভীর্য এবং মুসলমানদের প্রতি দয়া-মায়ার কারণে পরিচিত সবার কাছেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এছাড়া তিনি ভালো কাজের ক্ষেত্রে আমীরদের আদেশ মান্য করার ব্যাপারে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন; নিজের পছন্দ হোক বা না হোক, নবুয়তি আদর্শ অনুযায়ী তিনি আনুগত্য বজায় রাখতেন।

বন্দীদের খাদেম!

বিপদ-আপদ বা কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাকে যে সাহস, বিচক্ষণতা ও ধৈর্য দান করেছিলেন, তা যখন সবার সামনে প্রকাশ পেল—তখন তাঁর সাথীরা তাকে কারাগার পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এই কারাগারে মূলত নিয়ম ভঙ্গকারী সৈন্য এবং সাধারণ অপরাধীদের রাখা হতো। এই নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর বিনয় আরও বেড়ে গেল এবং দ্বীনের পথে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার স্পৃহা আরও উজ্জ্বল হলো। ফলে তাঁর সাথীদের মাঝে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল এবং সবার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়লো।

কারাগার পরিচালনার সময় তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উচ্চতর নৈতিক গুণাবলি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আমানত রক্ষার গুরুভার সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তা পালন করার নিরন্তর প্রচেষ্টা থেকে এই গুণগুলো ফুটে উঠত। এর একটি বড় প্রমাণ হলো—শত্রুদের এক বিশাল অভিযানের সময় তিনি বন্দীদের জীবন বাঁচাতে তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি নিজে এবং তাঁর কয়েকজন সাথী বন্দীদের পেছনে থেকে তাঁদের পাহারায় নিয়োজিত থাকেন। তারা নিজেদের জীবনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সেই সব বন্দীদের রক্ষা করেন, যারা মূলত নিয়ম ভঙ্গ করার দায়ে সেখানে বন্দী ছিলেন! পুরো অভিযান চলাকালে তিনি একদিকে পাহারা দেওয়া এবং অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজ—উভয় দিক সামলেছেন; সাথীদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছেন এবং খাবারের মিতব্যয়িতার নির্দেশ দেওয়াসহ সবার খোঁজখবর রেখেছেন।

শত্রুদের একটি অভিযানের সময় অসুস্থ এক বন্দী নিখোঁজ হয়ে গেলে আবু ইয়াহইয়ার সাহস ও আত্মত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। প্রচণ্ড গোলাগুলি, শত্রুর নিকটতম অবস্থান এবং চরম বিপদজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি একা পিছু হটে সেই বন্দীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই বন্দীকে খুঁজে পান এবং তাকে সাথে নিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসেন।

খারেজীদের হাতে মৃত্যু

আল্লাহর পথে লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা এবং বারবার যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যাওয়া হলো সেই সব সত্যবাদীদের বৈশিষ্ট্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে

এগিয়ে যায়। এ কারণেই বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামদের স্বভাবে মিশে গিয়েছিল; কারণ তাঁরা এটি শিখেছিলেন মুজাহিদদের নেতা নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কাছ থেকে। নবীজি নিজেই আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার তামান্না করে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে বলেছিলেন: 'আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হতাম, আবার জীবিত হতাম, আবার নিহত হতাম, আবার জীবিত হতাম এবং পুনরায় নিহত হতাম (তবে আমি সেটাই পছন্দ করতাম)।'

আমরা মনে করি, ভাই আবু ইয়াহইয়া সেই সব সত্যবাদী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা মনে-প্রাণে শাহাদাত কামনা করতেন এবং যেখানেই শাহাদাতের সম্ভাবনা থাকত সেখানেই তা খুঁজে বেড়াতেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি চাদ হুদ (Lake Chad) সংলগ্ন এলাকার মুরতাদ সরকারি বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। তিনি অনেকগুলো সীমান্ত পাহারা (রিবাত) দেওয়ার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর অংশ নেওয়া কোনো যুদ্ধেই কোনোদিন তাঁকে পিছিয়ে যেতে বা কাপুরুষতা দেখাতে দেখা যায়নি। বরং এর ঠিক উল্টোটিই দেখা গেছে; তিনি ছিলেন অসীম ধৈর্যশীল, অটল এবং সাহসী। যুদ্ধের ময়দানে তিনি একাধারে কমান্ডার, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি তাঁর ভাইদের লড়াইয়ে উৎসাহিত করতেন, তাঁদের মনোবল বাড়াতেন এবং ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিতেন। সেই সাথে তিনি তাঁদের নিয়ত খাঁটি রাখা এবং বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পরও আবু ইয়াহইয়া তাঁর ভাইদের কাছে বারবার ও খুব জোরালোভাবে অনুরোধ করতেন যেন তাঁকে সরাসরি যুদ্ধ ও অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর সাথীরা কখনো তাঁকে অনুমতি দিতেন, আবার কখনো দায়িত্বের খাতিরে ফিরিয়ে দিতেন—এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, তাঁর নেক নিয়তের কারণেই তিনি সওয়াব পেয়ে যাবেন।

একদিন একদল খারেজী মুজাহিদদের একটি অবস্থান লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায়। খবর পেয়েই আবু ইয়াহইয়া তাঁর ভাইদের সাথে ইসলামের মর্যাদা ও শরীয়তের সীমান্ত রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে গভীর জখম হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই লুটিয়ে পড়েন। রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তাঁর আত্মা মহান রবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে কবুল করেন এবং ইল্লিয়ানে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

উপসংহার ও এক তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা

আবু ইয়াহইয়া—আল্লাহ তাকে কবুল করুন—তাঁর জীবনের এক চমৎকার ও গভীর শিক্ষণীয় দিক হলো এই যে, যাত্রার শুরুতে তিনি 'মুরজিয়া'দের দ্বারা নির্খাতিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর জীবনের শেষলগ্নে এসে তিনি 'খারেজী'দের হাতে প্রাণ হারালেন। এর মাধ্যমে যেন দাওলাতুল ইসলামের সেই সত্য পথের সারসংক্ষেপ ফুটে উঠেছে, যা নবুয়তের আদর্শ অনুসরণ করে চলে। এই পথটি খারেজী (চরমপন্থী) এবং মুরজিয়া (শিথিলপন্থী)—উভয় প্রান্তিকতার মাঝখানে এক মধ্যপন্থা; যা এই দুই দলের বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

ইস্তিকামাত

-এর মাধ্যমসমূহ

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: لِمَنْ شَاءَ , إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ , مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ -এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। [সূরা তাকবীর: ২৭,২৮] তাবারী রহঃ বলেন: "এটি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি হকের পথে দৃঢ় থাকতে চায়। ফলে, সে উহার অনুসরণ করে ও উহার প্রতি ঈমান আনে। [জামিউল বায়ান]

আল্লাহর কাছে ইস্তিকামাত চাওয়া

প্রতি সালাতে দোয়া করা হয় : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ দেখান ও সে পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনার হেদায়াতের পথ দেখান যা আপনার ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের দিকে পৌঁছে দিবে। [আহকামুল কুরআন]

সর্বদা ইবাদাতের উপর থাকা

ওমর বিন খাত্তাব রাঃ মিথ্বারের উপর তিলাওয়াত করলেন: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا -নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচল থাকে।" অতঃপর তিনি বললেন: "আল্লাহর শপথ তারা অবিচল থাকে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং শিয়ালের মত ছলচাতুরী করে পথ পরিবর্তন করে না।" কাতাদা রহঃ বলেছেন: "তারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে।"

প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিদাত

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। [সূরা শুরা - ১৫], "অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য যে দ্বীন ও জীবন বিধান দিয়েছেন, আল্লাহর বান্দাদেরকে তোমরা সেদিকে আহ্বান করো, এবং তোমরা এর উপর আমল করার ক্ষেত্রে দৃঢ় থাক, এবং এর থেকে বিমুখ হয়োনা, এবং এর উপর অটল থাক যেভাবে তোমার রব তোমাকে অটল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।" [জামিউল বায়ান]

পাপাচার থেকে দূরে থাকা

ইবনে রজব রহঃ বলেছেন: "ইস্তিকামাত হলো সঠিক পথে চলা। এটিই সঠিক দ্বীন, এর থেকে ডানে-বামে চলা যাবে না। এছাড়া প্রকাশ্য ও গোপন সকল আনুগত্যের কাজ ইস্তিকামাতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, সকল পাপাচার পরিত্যাগ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।" [জামিউল বায়ান]

আল্লাহকে ভালোবাসা ও তাঁর দেওয়া সীমারেখাগুলোর সম্মান করা

ইবনুল কাইয়িম রহঃ বলেছেন: "অন্তরের দৃঢ়তা দু'টি বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তন্মধ্যে একটি হল: আল্লাহর ভালোবাসা তার নিকট সকল ভালোবাসার বস্তু থেকে অগ্রগণ্য হওয়া। অপরটি হল: আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে সম্মান করা। আর এই সম্মান মূলত আদেশদাতা ও নিষেধকারীকে সম্মানের ফলেই তৈরী হয়। [আল ওয়াবিলুস সাইয়্যিব]।

তওবা ও ইস্তিগফার করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا -অতএব তোমরা তার প্রতি দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইবনে রজব বলেছেন: "এ আয়াতে ইংগিত রয়েছে যে, ইস্তিকামাতের আদেশ পালন করতে গিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে। তখন ঐ ত্রুটি পূর্ণ করা হবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে, যার উদ্দেশ্য হলো তওবা করে ইস্তিকামাতের দিকে ফিরে আসা। [জামিউল উলুম]

জিহ্বার হেফাজত ও সংরক্ষণ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবেনা যতক্ষণ তার অন্তর সঠিক না হয়, আর তার অন্তর ততক্ষণ সঠিক হবেনা যতক্ষণ তার জিহ্বা সংযত না হয়।" [আহমদ], রাসূল ﷺ আরো বলেছেন: "আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর তারা বলে: আমাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো, কেননা, আমরা তোমার সাথে আছি। কাজেই, যদি তুমি সোজা থাক, তাহলে আমরা সোজা থাকতে পারব আর তুমি বক্র হলে আমরাও বক্র হয়ে যাব। [তিমরিজি]